দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ ... MAY 27 1999
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

৩৫৪

সম্পর্ক ছাত্র-শিক্ষক বন্ধু না শত্রু

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষাই শক্তি। শিক্ষিত জাতির উন্নতির সম্ভাবনাও প্রায় একশ' ভাগ। তাই আজ পৃথিবীর প্রতিটি দেশ ও জাতি শিক্ষার মান বাড়াতে সর্বদা সচেষ্ট। অথচ আমাদের দেশে শিক্ষার মান যেন ক্রমান্বয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। গত কয়েক দশকেও আমরা দেশে শিক্ষার মানের প্রয়োজনীয় উন্নতি ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছি। আমাদের দেশের শিক্ষার পরিবেশ ও মানের এই অবনতি নিয়ে ইদানীং যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে এই ক্রমাবনতি রোধের কোন লক্ষণ এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা যেন আজ মুমূর্ষু, কফিনবন্দী। দেশে শিক্ষার পরিবেশ ও মানের এই ক্রমাবনতির একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সুসম্পর্কের অভাব। অথচ শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের জন্য প্রয়োজন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সুন্দর ও গঠনমূলক সম্পর্ক। শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকলে শুধু যে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষিত হতে পারে তাই নয়, এর ফলে একদিকে যেমন শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষাদানের প্রতি আগ্রহ ও নিষ্ঠার প্রতিষ্ঠা হতে পারে তেমনি অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা দৃঢ়তর হতে পারে। আর যদি শিক্ষকদের মধ্যে আগ্রহ, নিষ্ঠা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জ্ঞানার্জনের স্পৃহার সম্মিলন ঘটে তাহলে শিক্ষার ন্যূনতম মান নিশ্চিত হওয়া কোন কঠিন ব্যাপার নয়।

দেশে বর্তমানে বিভিন্ন কারণে শিক্ষার মান ও ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের ক্রমাবনতি ঘটছে। ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক সময় শিক্ষকদের নিকট বিভিন্ন রকম অন্যায় আবদার করে বসছে। যেমন, তাদেরকে নকলের সুযোগ দিতে হবে, ক্লাস ফাঁকি দিলেও তাদেরকে কিছু বলা যাবে না, এমনকি কোন অন্যায় করলে শিক্ষার্থীদেরকে কোন শাস্তি দেয়া যাবে না ইত্যাদি। আবার হয়তো কোন ছাত্র বা ছাত্রী নকল করতে গিয়ে কিংবা অন্যকে প্রক্সি দিতে গিয়ে ধরা পড়ার ফলে বহিষ্কৃত হলো। এতে রাগান্বিত হয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক সময় শিক্ষকদের প্রতি মারমুখী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এ প্রসঙ্গে গত ২৫ ও ২৬শে এপ্রিল গভীর রাতে বুয়েট ক্যাম্পাসে ঘটে যাওয়া নজীরবিহীন তান্ডবলীলার উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। অন্যদিকে শিক্ষক ও কোন ছাত্র বা ছাত্রীকে নকলের সুযোগ করে দেন। এতে অনেক ছাত্রের সাথে শিক্ষকের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এ ছাড়াও কোন কোন স্কুল ও কলেজে নকল করার সুযোগ দেয়া হবে এ-মর্মে পরীক্ষার পূর্বেই আশ্বাস দেয়া হয় এবং পরীক্ষার্থীদের নিকট হতে মোটা অংকের অর্থ হাতিয়ে নেয়া হয়। কিন্তু টিএনও, ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে নকল ধরলে কিংবা নকলবাজদের বহিষ্কার করলে পরীক্ষার্থীরা আক্রমণাত্মক অসদাচরণ প্রদর্শন করে। পিতৃতুল্য শিক্ষকগণ ছাত্র কর্তৃক অহরহ লাঞ্ছিত হন।

আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা পিছানোর জন্য আন্দোলন করে, ক্লাস ফাঁকি দেয়, পড়া ফাঁকি দেয়।

বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্ত পরিবেশে এসে ছাত্র-ছাত্রীদের কেউ কেউ হয়ে যায় দুর্ধর্ষ ক্যাডার। তাদের কাছে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, মাস্তানি, পেশীশক্তির প্রদর্শন, বোমাবাজি, গুলী, পাল্টাগুলী ছোঁড়া মুখ্য কাজ হয়ে উঠে। কেউবা জড়িয়ে পড়ে ক্যাডারভিত্তিক ছাত্র রাজনীতিতে। ফলে নিয়মিত পড়াশোনা করা হয় না। এছাড়া ধূমপান, মদ্যপান এবং প্রেমের কারণেও শিক্ষার্থীদের নৈতিকতার অধঃপতন ঘটে। ফলশ্রুতিতে পরোক্ষভাবে শিক্ষার মান ও ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের ক্রমাবনতি ঘটেই চলে।

শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের মধ্যে শিক্ষাদান ও গ্রহণে আন্তরিকতার অভাব রয়েছে একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের একাংশ ক্লাসে পাঠদান অপেক্ষা প্রাইভেট পড়াতেই বেশী আগ্রহী। তারা বাসাতে কোচিং সেন্টার খুলে বসছেন। নোট দিচ্ছেন, সাজেশন দিচ্ছেন। নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত এসব শিক্ষকেরা ঠিকমত ক্লাস নিচ্ছেন না যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নিকট প্রাইভেট পড়তে বাধ্য হয়। তাছাড়া বিশেষ আশীর্বাদপুষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পরীক্ষায় বিশেষ সুযোগ প্রদান যেমন, অসুস্থতা দেখিয়ে বিশেষ কক্ষে পরীক্ষা নেয়া, খাতা বদল করা, পরীক্ষা হলে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর বলে দেয়া ইত্যাদি অনেক অনৈতিক কাজেও শিক্ষকগণের কিছু অংশ জড়িত রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের কতিপয় শিক্ষকের নজর থাকে কনসাল্টেন্সির দিকে। অনেক শিক্ষকতো ক্লাসে পাঠদানকালে মোবাইল সাথে করে নিয়ে আসেন এবং সময়ে অসময়ে মোবাইলে ব্যবসা-বাণিজ্যের আলাপ আরম্ভ করে দেন। নিজ অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে তারা নিয়মিত ক্লাসে আসেন না, টিউটোরিয়াল পরীক্ষা নেন না, নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষার খাতা দেখেন না। ফলে ফল প্রকাশে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটে। কিন্তু আমাদের একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, শিক্ষকদের জীবনবোধ আর দশটা সাধারণ মানুষের তুলনায় বেশী। কিন্তু তারাই যদি দায়িত্ব ঠিকমত পালন না করেন তবে তাদের প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধাবোধ কমে যাওয়াই স্বাভাবিক। এছাড়াও অনেক শিক্ষক রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। এসব শিক্ষকের সুযোগ-সুবিধা, যশ-খ্যাতি রাজনীতির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। এসব রাজনীতি সম্পৃক্ত শিক্ষকগণ যেসব রাজনৈতিক দল সমর্থন করেন সেসব রাজনৈতিক দলের সমর্থনকারী ছাত্রদের বেশ সুনজরে দেখেন। নম্বর দেয়ার ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করা হয়। এছাড়াও অনেক শিক্ষকের বিরুদ্ধে রয়েছে ছাত্রীদের সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনের অভিযোগ। আরও চোখে পড়বে অনেক দুর্নীতিবাজ শিক্ষক যারা বিভিন্নভাবে লবিং করে কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বনে যান এবং ক্লাসে এরা ঠিকমত পড়াতে পারেন না। এসব অযোগ্য শিক্ষকের প্রতি স্বভাবতই ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রদ্ধাবোধ থাকে না।

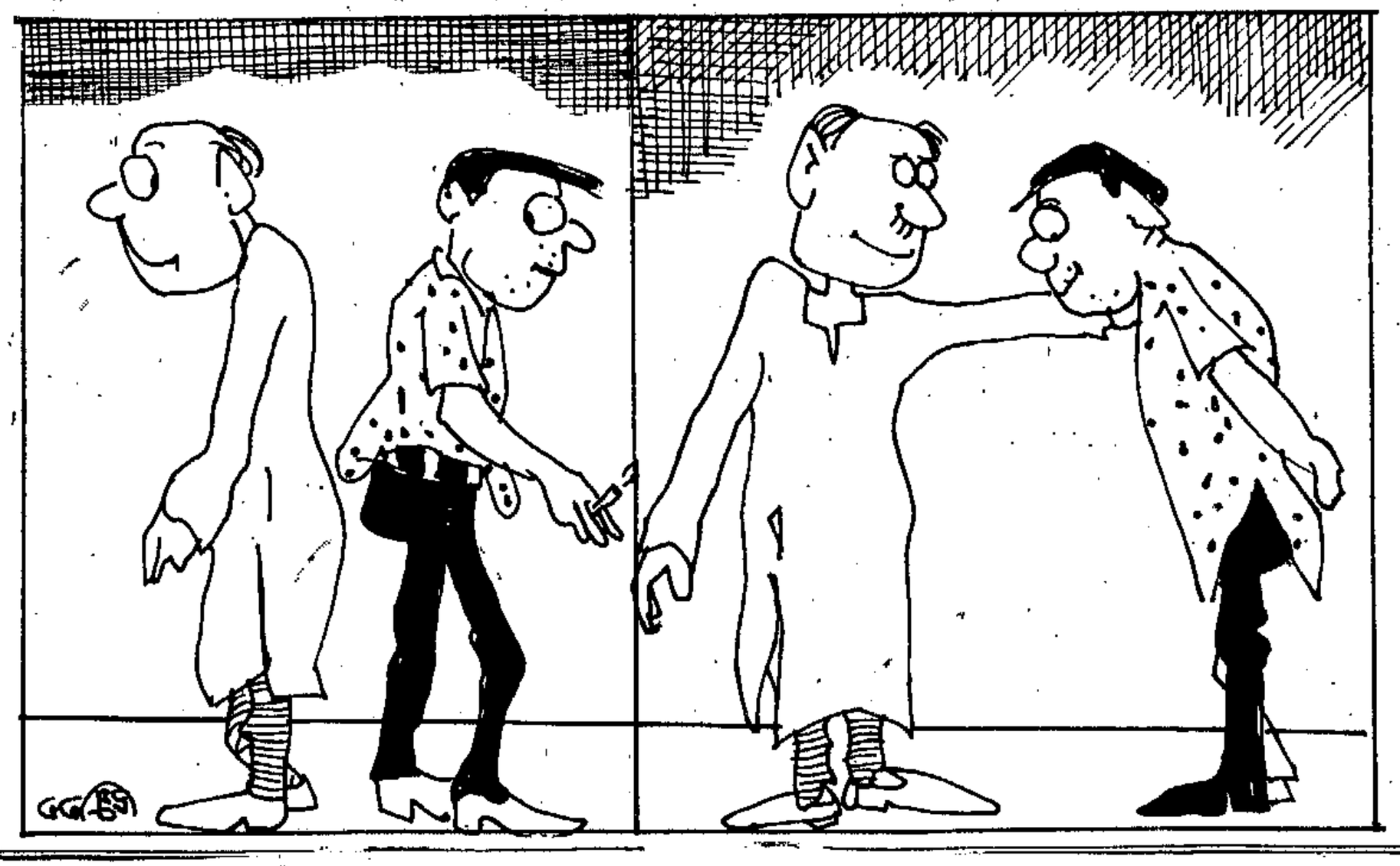

আসছে নতুন শতাব্দী। পাল্টে যাবে পরিবেশ। বদলে যাবে তাবৎ পৃথিবীর চেহারা। আগামী শতকে মেধাবীরাই সমগ্র পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করবে। তাই দেশে প্রতিশ্রুতিশীল, মেধাবী ও উদ্যমী শিক্ষার্থী তৈরী করতে হলে সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা ও ন্যূনতম শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে হবে। পাঠদান প্রক্রিয়া, পরীক্ষা পদ্ধতি ও প্রশ্নের ধারা পরিবর্তন করাসহ সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে তুলতে হবে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার, ইন্টারনেট ব্যবহারসহ আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক গবেষণাধর্মী শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। আজ যে নকল প্রবণতা সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে গ্রাস করে ফেলেছে তা থেকে শিক্ষার্থীদেরকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দিতে হবে। সর্বোপরি শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল ব্যাপারে দেশের প্রতিটি সচেতন নাগরিকের মনোযোগ বাড়াতে হবে এবং শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। তবেই শিক্ষা হবে বাংলাদেশের শক্তিশালী মেরুদন্ড।

❑ শাইখ শাদী